ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কান্না থামছেই না পরিণীতির

পৃঃ ৫

টি-২০ বিশ্বকাপে নেই শামি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০৭ ● কলকাতা ● ০৭ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২০ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শুধু বাংলা নয় দেশের বেশির ভাগ অংশেই

তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুধু বাংলা নয় দেশের বেশির ভাগ অংশেই তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখি। গরমে হাঁস ফাঁস অবস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের। বিশেষ করে দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বেরোলেই যেমন যেম গায়ে আগুনের ছাঁকা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কার কথা শোনাল আবহাওয়া দপ্তর।আগের বছরেই বলা হয়েছিউল এল নিনোর প্রভাবে তাপমাত্রা দ্রুত হারে বাড়তে থাকবে ভারতে। ২০২৪ সালেও এল নিনোর প্রভাবে প্রবল তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস আছে। ২০১৫ সালে এমন এল নিনোর কব্জায় পড়েছিল ভারত। প্রচণ্ড খরায় শুকিয়ে গিয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহু এলাকা। সে বছর সারা দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গিয়েছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে। ২০০৯ সালেও এল নিনোর প্রভাবে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কষ্ট পেতে হয়েছিল দেশের মানুষজনকে। পূর্ব ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জন্মানো 'এল নিনো' বড়সড় প্রভাব ফেলেছিল ভারতের বর্ষার মরশুমে।আইএমডি পুণের পক্ষ থেকে ১৪ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে যে পরিসংখ্যান পেশ হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতে ১২৫ জেলায় খরার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে চলতি বছরে। অধ্যাধিক গরম এবং বৃষ্টি না হওয়ার জন্যই দেশের ১২৫ জেলায় খরা পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে

এরপর ৩ পাতায়

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে বলে জানাল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর এসেছে। কিন্তু মোটের উপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে বলে জানাল নির্বাচন কমিশন । প্রথম পর্যায়ে মোট ১০২ টি লোকসভা আসনে নির্বাচন ছিল। ছিল বাংলার তিন আসন অর্থাৎ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি। ভোটপর্ব শুরু হতেই একের পর এক জায়গা থেকে অশান্তির খবর আসতে থাকে।মোট ১২১ টি কিআরটি ছিলো আজ তিন জেলায়। ৪৫ টি কুচবিহারে, ২৭ টি আলিপুরদুয়ারে এবং ৪৩+৬=৪৯ টি জলপাইগুড়িতে। মোট ১০ টি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। কোথায় কোনো বোমা ফাটার ঘটনা ঘটেনি। সবকটি বোমাই কোচবিহার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে এখনও পর্যন্ত বেআইনি ১৪.১১ কোটি টাকানগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে দাবি কমিশনের।যার মধ্যে আলিপুরদুয়ার ১৬২ টি অভিযোগ এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা থেকে ১২৫ টি অভিযোগ জমা পড়েছে । প্রত্যেকটি অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আরিজ আফতাব। ভোটগ্রহন শেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। বলেন, প্রথম দফায় ৫,৮১৪ টি বুথ ছিল। তিন কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৬,২৬,১০৮ টি।

অন্যদিকে এদিন তিন

এরপর ৩ পাতায়

শিলিগুড়ির বুথে হাতে নাতে ভুয়ো এজেন্ট

ধরলেন কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিলিগুড়ির বুথে হাতে নাতে ভুয়ো এজেন্ট ধরলেন কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষক। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির বিএফপি স্কুলে।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এরপরই ওই এজেন্টকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বুথ থেকে বের করে দেন পুলিশষ পর্যবেক্ষক।কীভাবে পরিচয় পত্র ছাড়া ওই ভুয়ো এজেন্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকলেন, এ বিষয়ে সদুত্তর দিতে না পারায় পুলিশ পর্যবেক্ষকের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েন সংশ্লিষ্ট বুথের প্রিসাইডিং অফিসার।ওই বুথের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও বা কেন পরিচয় পত্র ছাড়া অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে বুথে ঢুকতে দিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, গোটা ঘটনায় কমিশনে রিপোর্ট পাঠিয়েছে পুলিশ পর্যবেক্ষক। সংশ্লিষ্ট বুথে এদিন ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছিল। সেই খবর পেয়েই বুথে গিয়ে ভুয়ো এজেন্টকে হাতেনাতে ধরেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। সেক্ষেত্রে এই বুথে পুনরায় নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।জানা যাচ্ছে, ওই বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে এদিন দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায়। তার জেরে সংশ্লিষ্ট বুথের বাইরে বিক্ষোভও শুরু হয়। খবর পেয়ে বিকেল ৫টার পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ পর্যবেক্ষক। বুথের ভেতরে থাকা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পরিচয় পত্র দেখতে চান পুলিশ পর্যবেক্ষক। দু'জন এজেন্ট নিজেদের পরিচয় পত্র দেখাতে পারলেও একজন এজেন্টের কাছে ছিল না কোনও পরিচয় পত্র।

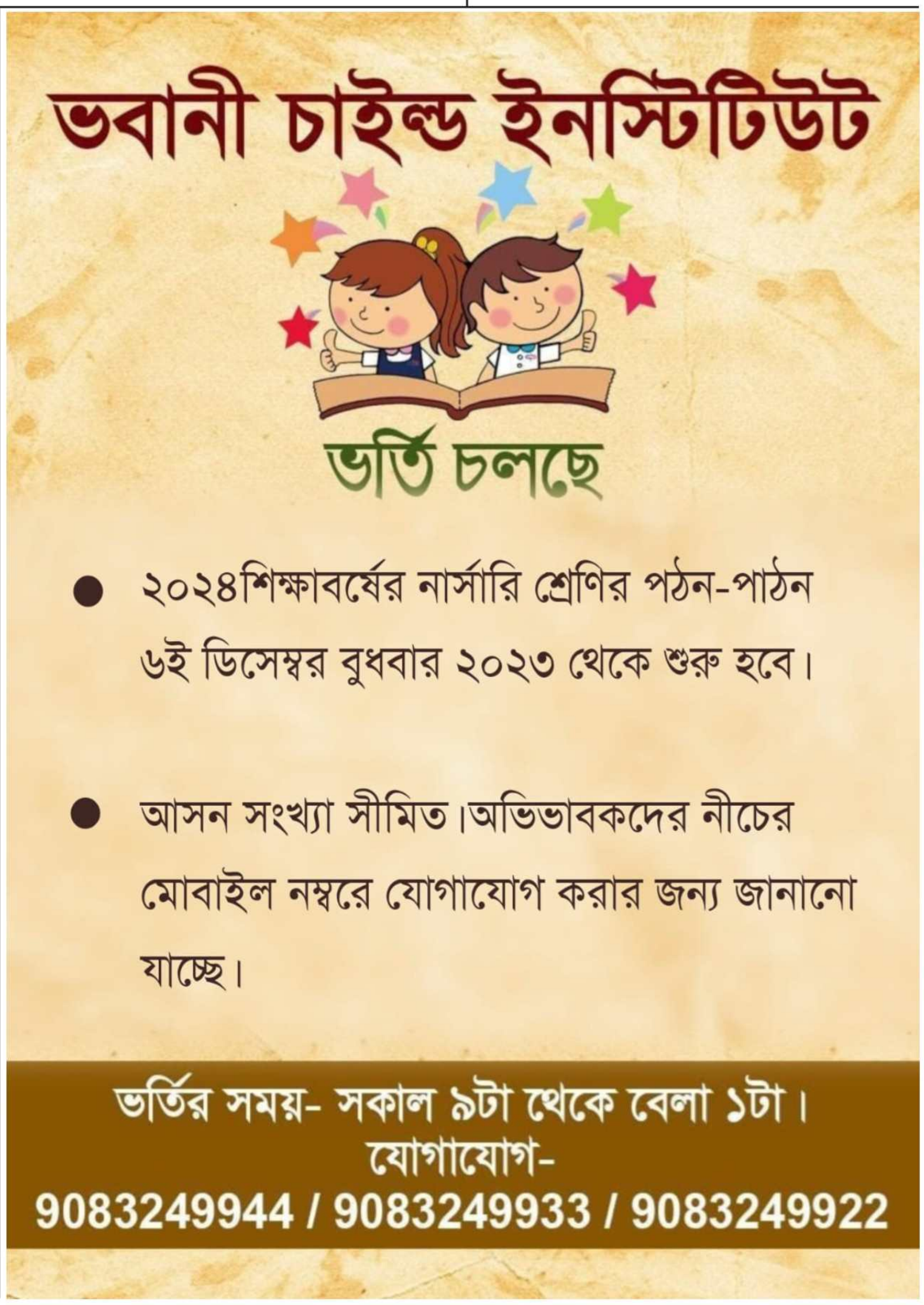

বিক্ষোভের মুখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচনের দিন নিজের গড়েই বিক্ষোভের মুখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহারের ভেটাগুড়িতে স্থানীয় মহিলারা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান বলেই অভিযোগ। পুলিশকর্মীদের তৎপরতায় রণংদেহী মহিলাদের হাত থেকে কোনওক্রমে এলাকা ছাড়েন মন্ত্রী।ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উদয়ন গুহর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা গ্রেপ্তারিতে উসকানির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, "একাধিক মামলায় নাম রয়েছে ওই বিজেপি নেতার। পুলিশ তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছে। শুক্রবার তাঁর খোঁজ পেয়েছেন পুলিশকর্মীরা। আর তার পরই ধরপাকড়।" তবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এই ঘটনায় উদয়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর মতে, "উদয়ন গুহ সকলের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন, তা-ই ফেরত পাচ্ছেন।" সবমিলিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভেটাগুড়ি যে যথেষ্ট উত্তপ্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।ঠিক কী কারণে বিক্ষোভ? জানা গিয়েছে, ভোটের দিন স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন বর্মন গ্রেপ্তার হন। গ্রামবাসীদের দাবি, উদয়ন গুহর নির্দেশেই ওই বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে সরব হন স্থানীয় মহিলারা। এদিকে, ভোটের দিন দুপুরে ভেটাগুড়ির উত্তরপাড়া প্রাথমিক স্কুলে ভোটকেন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন উদয়ন গুহ। সেই সময় ওই মহিলারাই মন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন। বিজেপি নেতাকে মুক্তির দাবিতে উদয়ন গুহর সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মহিলারা।

বর্ধমান জেলা শাসকের অনুমতি পত্র নিয়ে

কার্জনগেটে শান্তি পূর্ন ভোট সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : কেন্দ্র নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলকে আগের বছর গুলির মত লোক সভা ২৪ নির্বাচনের শান্তি পূর্ন ভোট সচেতন করার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তর ও জেলা নির্বাচন দপ্তর থেকে এবং জেলা এস ভি ই ই পি সেল থেকে অনুমতি পত্র দেওয়া হলো। নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে ২০২৪ লোক সভা ভোট সচেতন করতে দেখে পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তর ও জেলা নির্বাচন দপ্তর এবং জেলা এস ভি ই ই পি সেল খুবই খুশি হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরের কর্মী বৃন্দের উপস্থিতিতে বর্ধমানের প্রাণ কেন্দ্র কার্জন গেটের সামনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল গানের মাধ্যমে বক্তব্যে জনগণকে বোঝালেন নিজের ভোট নিজে দিতে হবে। ভোট দানে কেউ পিছু হাঁটবে না। নির্ভয়ে ভোট দাও শান্তি পূর্ন ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না । বাউলের বক্তব্যে উঠে এলো কেউ মারামারি খুনোখুনি , বোমাবাজি , প্রাণহানি , করবেন না । হিংসা মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, ভয় মুক্ত ভোট হতে হবে অবাধ পক্ষপাতহীন ভোটে জাত পাতের ভেদা ভেদ করে কেউ গোষ্ঠীর প্রলোভনে পড়বে না। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে স্বপন বাউলের শান্তি পূর্ন ভোটের লক্ষ্যে জেলায় জেলায় বাউল গানে ঘুরতে দেখে শুধু বর্ধমান বাসি নয় সারা রাজ্যের মানুষের মুখে একটাই নাম শান্তির দূত হয়ে শান্তি পুর্ন ভোটের লক্ষ্যে ছুটে চলেছে পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল পাহাড় থেকে সমতলে। জেলায় জেলায় সংবাদ মাধ্যম শান্তির দূত সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউলের পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবাদ মাধ্যম জনতার দরবারে লোক সভা ভোট ২৪ এর জন্য শান্তি পূর্ন ভোট কামনার বার্তায় মানুষকে সচেতন করে তুলছেন। জেলা শাসকের দপ্তরের ও জেলা এস ভি ই ই পি সেলের কর্মী ও অফিসাররা জেলা, রাজ্য এবং দেশের জন্য এমন নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ সচেতনের ভুয়সী প্রসংশা করেছেন । স্বপন বাউল একাই একশো হয়ে রাজ্য সরকারের প্রতিটি জেলার ও রাজ্যের এমনকি দেশের একমাত্র নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল শিল্পী হয়ে শান্তির বার্তা দেওয়া কে অনেকেই নজিরবিহীন ঘটনা বলেছেন।

শহরে পালিত হল হেলাদের আম্বেদকর জয়ন্তী

রাজকুমার যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বাবা সাহেব জনকল্যাণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গ (হেলা যুনিট) এবং বাবা সাহেব হেলা পরিবার কর্তৃক শোভা বাজার নাট মন্দিরে ডক্টর ভীম রাও আম্বেদকর জয়ন্তী পালিত হয়েছে। এ সময় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। মতি লাল বৌদ্ধ প্রয়াগরাজ (ইউ.পি.), ঘনশ্যাম হেলা আসানসোল (পশ্চিমবঙ্গ), বাবু হেলা, রমেশ হেলা, রামদিন হেলা সহ প্রধান অতিথি বিকাশ সিল হেলা সমাজসেবা কমিটি কুন্দ প্রতাপগড় (ইউ.পি.) সুন্দর লাল জি (পৃষ্ঠপোষক), বিনোদ হেলা জি (পৃ. সাধারণ সম্পাদক), বিশিষ্ট সমাজসেবক আর. এর। দীনেশ কুমার ধানুকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শিশু ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। সনু হেলা ডান্স গ্রুপ পরিবেশন করে। হেলা ইউনিটির চেয়ারম্যান রাজেশ খোটে, ডেপুটি চেয়ারম্যান মহেশ ভারতী জানান, আজ থেকে শুরু হচ্ছে নারী হেলা একতা রানী হেলা, সরস্বতী হেলা, মালা হেলা, পূজা হেলা, প্রীতি হেলা, নেহা হেলা, গুঞ্জা হেলা, লক্ষ্মী। হেলা, সোনম হেলা, মিতা হেলা, জুলি হেলা ছাড়াও বিশেষ বক্তা কাজল সাহা, বিকাশ হেলা, মিডিয়া ইনচার্জ বিজয় হেলা, জিতু হেলা, বিনোদ হেলা উপস্থিত থাকবেন বলে জানান। বিশেষ অতিথি মেওয়া লাল হেলা, সন্তি লাল হেলা, মুকেশ হেলা, দুর্গা হেলা, বাবু লাল হেলা, লখন হেলা, কিশোর হেলা, জয় প্রসাদ হেলা, সুভাষ হেলা, দীপক হেলা, হীরা লাল হেলা, মিঠুন দাস, রাহুল দাস, বিকি দাস, শিব দাস। কুমার দাস, রাজ কুমার সিং, সন্তোষ কুমার সিং, নরেশ মল্লিক, অধ্যাপক শিব নারায়ণ ভার্মা, দীপক রজক সহ সংগঠনের সদস্যরা রবিশঙ্কর হেলা, চন্দন হেলা, অরুণ, রাজ, গৌরব, সঞ্জয়, গৌতম প্রসাদ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। , সন্দীপ, সন্তোষ, শিবু, রোহিত, কানহাইয়া লাল, বিনোদ, কমল, বিকাশ, মুন্না, অনিল, কিশোর, রাজু, সোনু, সহ আরও অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

Bandhan Life: এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচয়ের সাথে ভবিষ্যতের ক্ষমতায়ন করছে

- বহুমাধ্যম-বিশিষ্ট জীবন বিমা সংস্থায় পরিণত হওয়ার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে
- Bandhan Group-এর বিস্তারিত ঋণ বন্টন ব্যবস্থা এবং বলিষ্ঠ আর্থিক সক্ষমতার সাথে তার পোক্ত ডিজিটাল সামর্থ্যকে একীভূত করার মাধ্যমে একটি দ্রুত বর্ধনশীল বিমা সংস্থা হিসাবে ইধহফযধহ খরভব-এর উত্থান ঘটেছে।
- Bandhan Life তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিকাশগত কৌশল হিসাবে অবিলম্বে ১,০০০ জন নতুন কর্মী নিয়োগ করতে চলেছে, যার দ্বারা তারা তাদের বুনিয়াদি গ্রাহকমণ্ডলী এবং পরিষেবার উৎকর্ষ সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরালো করেছে।
- নতুন লোগো এবং "ভারতের উড়ান, Bandhan থেকে" শীর্ষক ট্যাগ লাইনের উদ্ঘাটন করেছে

Bandhan Life

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ২০২৪: নিউজ সারাদিন : Bandhan Life, যা আগে Aegon Life Insurance নামে পরিচিত ছিল, তার প্রগতিশীল নতুন পরিচয় এবং 'ভারতের উড়ান, Bandhan থেকে' কথাটির যথার্থতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তাদের নতুন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে, সংস্থাটি ব্যক্তিবিশেষ ও পরিবারবর্গকে তাদের আর্থিক আকাঙ্খা পরিপূরণে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই বিমা সংস্থাটি তাদের তাৎক্ষণিক বিকাশের এই পর্যায়ে ১,০০০ জন নতুন সদস্যকে তাদের দলে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে চলেছে, কারণ সংস্থাটির লক্ষ্য নিজেদের উপস্থিতি সুদৃঢ় করা এবং সারাদেশে তাদের ক্রমবর্ধমান বুনিয়াদি গ্রাহকমণ্ডলীকে নিজস্ব পণ্য ও পরিষেবা প্রদান করা।

Bandhan Life তার প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা এবং Bandhan Group-এর বিস্তৃত পরিধির সমন্বয়ে গ্রাহকদের ব্যবহারিক সুযোগ ও গ্রাহক-অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে দূরদূরান্তের গ্রাহকদের কাছে অতুলনীয় বিমা সুরাহা প্রদান করার মাধ্যমে বিমাশিল্পের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে।

এই উত্তরণ প্রসঙ্গে উৎসাহ ব্যক্ত করার সময় Bandhan Lifব-এর MD এবং CEO সতীশ্বর বি. জানিয়েছেন, "এই উত্তরণ আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, কারণ আমরা বিখ্যাত Bandhan Group-এর অংশীদার হয়েছি। Bandhan Life-এর মাধ্যমে, আমরা আমাদের সকল অংশীদারদের কদর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং বলিষ্ঠ উপায়ে ঋণবণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতামূলক শক্তিমত্তাকে ক্রমাগত সুদৃঢ় করে চলেছি। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে, আমাদের আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইতোমধ্যে নির্ধারিত: যেটি হল, Bandhan Life-কে একটি শীর্ষস্থানীয় বহুমাধ্যম-বিশিষ্ট বিমা সংস্থায় রূপান্তরিত করা। আমরা সমস্ত প্রাসঙ্গিক শ্রেণীর পণ্যে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রদেয় পরিষেবাগুলির গুণগত মান উন্নত করব।"

পঞ্চম বৃহত্তর অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার কারণে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠায় এবং IRDAI-এর '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিমাকরণ'-এর লক্ষ্যের অধীনে বিমা ক্ষেত্রে বিকাশ অবধারিত হওয়ায়, Bandhan Life এই প্রগতিকে পুঁজি করে দেশব্যাপী তাদের বিস্তার প্রসারে এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নতুন ব্র্যান্ডটির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, সতীশ্বর জানিয়েছেন, "আমাদের ট্যাগ লাইন 'ভারতের উড়ান, Bandhan থেকে' এবং প্রস্ফূটিত 'কুঁড়ি' নির্দেশক আমাদের নতুন লোগোটি ভারতের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে লালন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমাদের একনিষ্ঠতার প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের বিশ্বাস, একটি বন্ধনের শক্তি যেকোনও ব্যক্তিকে ক্ষমতার আরও উচ্চশিখরে পৌঁছে দেয় আমরা গ্রাহকদের সাথে আমাদের আস্থার বন্ধনকে সুদৃঢ় করি, ফলে আমাদের সম্মিলিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই নতুন উচ্চতা পায়। Bandhan Life তার সমস্ত অংশীদারকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম করবে, কারণ আমাদের বিশ্বাস, Bandhan এর দ্বারা সুরক্ষিত প্রতিটি স্বপ্নই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার নামান্তর।"

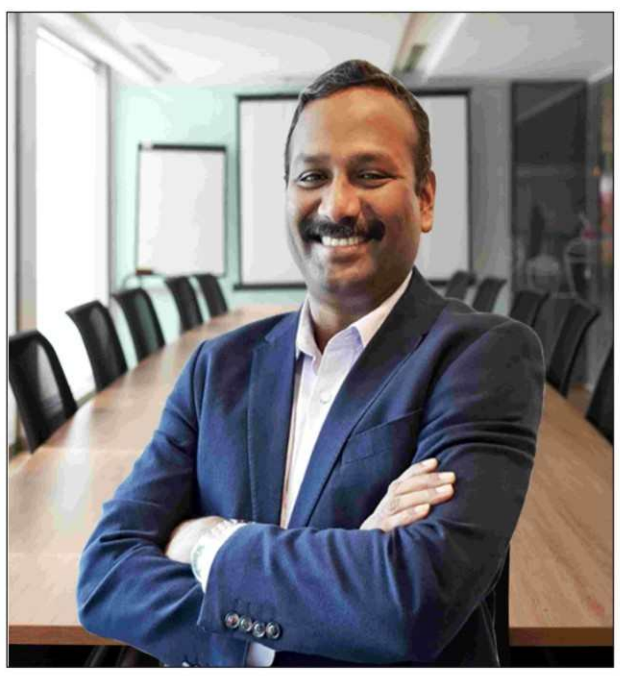

কেবলমাত্র ব্র্যান্ডিংয়ের পরিবর্তনই নয়, Bandhan Life-এ উত্তরণ আরও বৃহত্তর তাৎপর্যকে প্রতিনিধিত্ব করে; এটি সর্বাঙ্গীণ বিমা সংস্থায় পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত রূপান্তরের সূচক, যেটি সর্বোত্তম ডিজিটাল উদ্ভাবনকে সুবিস্তৃত ঋণবন্টন মাধ্যমের শক্তির সাথে একীভূত করে। Bandhan Life iTerm Prime-এর মতো পরিবর্তিত নামের পণ্যগুলি এই নতুন দিকটিরই প্রতিফলক, যেগুলি www.bandhanlife.com-এ সংস্থাটির পরিবর্ধিত পণ্যগুলির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে গ্রাহকদের আমন্ত্রণ জানায়। এহেন কৌশলগত সম্প্রসারণ একটি দূরদর্শী বিমা সংস্থা হিসাবে Bandhan Life-এর অবস্থানকে তুলে ধরে, যেটি নিরাপদ, উদ্ভাবনী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক বিমা সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে নিবেদিত।

Bandhan Life সম্পর্কে: বাজারের বিস্তৃত পরিধির সাথে অত্যাধুনিক উদ্ভাবনকে একীভূত করে জীবন বিমাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে Bandhan Life (পূর্বে Aegon Life নামে পরিচিত) আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠেছে। পরিপূর্ণরূপে জীবনযাপনে ক্ষমতায়িত করতে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের বিশ্বাস ও আর্থিক সুরক্ষার একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করি। বিমাকরণের এই নতুন যুগে আপনাকে স্বাগত, যেখানে বিকাশ, উদ্ভাবন এবং গ্রাহকের সমৃদ্ধিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আরও তথ্য পেতে, www.bandhanlife.com-এ যান।

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন

১-ম পাতার পর

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে বলে জানাল নির্বাচন কমিশন

লোকসভা কেন্দ্রে ভোট কর্মী ছিলেন ২৭,৯০৭ জন। মাইক্রো অবজারভার ৫৮১ জন ছিলেন বলেও এদিন জানিয়েছেন আরিজ আফতাব। পাশাপাশি সব কেন্দ্রেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি। । সব বুথের ওয়েব কাস্টিং হয়েছে। কিন্তু এরপরেও কেন এত অভিযোগ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে? এমনকি বাকি ৬ দফায় কি হবে তা নিয়েও আশঙ্কা সাধারণ মানুষের মধ্যে।যদিও কমিশনের দাবি, দুই একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি কেন্দ্রে ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে এদিন মোট ১২ জন গ্রেফতার হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। যার মধ্যে ১০ টি প্রিভেনটিভ অ্যারেস্ট ও ২ টি স্পেশিফিক অ্যারেস্ট। সব গ্রেফতারই কোচবিহার জেলায় বলে জানানো হয়েছে।

১-ম পাতার পর

শুধু বাংলা নয় দেশের বেশির ভাগ অংশেই তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখি

আইএমডি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালে এই সময় খরার মতো পরিস্থিতি ভারতে গত বছর ৩৩ টি জেলার থেকে এবার বেশি সংখ্যক জেলা রয়েছে এই তালিকায়।

যে সমস্ত রাজ্যে জেলাগুলি এই খরা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারেন সেগুলি, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ুর জেলা। এই এলাকাগুলির ১২৫ জেলা শুষ্ক থেকে শুষ্কতম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বৈশাখের শুরুতেই হাঁসফাঁস গরম বাংলাতে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের অবস্থা খুবই করুণ। দক্ষিণবঙ্গের আট থেকে দশটি জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির উপরে চলে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দুপুরে ৫ ঘণ্টা সতর্ক হয়ে বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে অবধি খুব দরকার না হলে বাড়ির বাইরে না বেরোনোই ভাল বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আমাদের রাজ্যের অবস্থা কী হতে পারে? আইএমডির বিজ্ঞানী বলছেন, এই ১২৫ জেলার পাশে একেবারে উল্টো মেরুতে রয়েছে ১৬ টি রাজ্য। আর তাতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গে আর্দ্রতা রয়েছে। ফলে এখানে খরা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রথম দফায় ৩ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটেই নির্বাচন কমিশনে জমা পড়ল ভুরিভুরি অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম দফায় ৩ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটেই নির্বাচন কমিশনে জমা পড়ল ভুরিভুরি অভিযোগ। প্রথম ৬ ঘণ্টায় ৩৮৩টি অভিযোগ জমা পড়ে কমিশনে। তারমধ্যে শুধুমাত্র কোচবিহারেই জমা পড়ে ১৭২টি অভিযোগ। কোথাও বিজেপি এজেন্টকে অপহরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে, কোথাও মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল বুথ সভাপতির।

কোথায় আক্রান্ত তৃণমূল

সকাল সকালই অশান্ত হয়ে ওঠে দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকা। আক্রান্ত হন দিনহাটা ১(বি)-র তৃণমূল ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন। তৃণমূল নেতাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। দিনহাটা থানায় যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ও দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ।

সিতাইয়ের রাজাখরা এলাকায় তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর, গুলি চালানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় বিজেপি নেতা অর্জুন মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

অন্যান্য অশান্তির ঘটনা

● প্রথমদফার ভোটে অশান্তির এপিসেন্টার কোচবিহারে চান্দামারিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। মাথাভাঙায় ক্যাম্প বসানো নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল হাতাহাতি বেঁধে যায়।

● গণতন্ত্রের উৎসবে রেহাই পাননি ভোটারেরও! ভোট দিতে এসে শীতলকুচিতে চোখ ফাটে ভোটারের। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলেন আক্রান্ত।

● কোচবিহারের রাজাখরায় তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর হয়। দিনহাটায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে।

● শুধু অশান্তি নন, ভোটে কোচবিহারে বোমা-সন্ত্রাসও দেখা যায়। ভেটাগুড়িতে রাস্তায় পড়ে ছিল তাজা বোমা। ফুলবাড়িতে বোমা নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ। দিনহাটায় বিজেপি নেতার বাড়ির সামনেও বোমা উদ্ধার হয়।

● তুফানগঞ্জে তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সিতাইয়ে বুথের সামনেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

● ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। বিজেপির হয়ে ভোট দিতে বলছে সেন্ট্রাল ফোর্স, কোচবিহারে বিক্ষোভ দেখায় শাসকদল।

● ১১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরেও কেন এত হিংসা? সিইও দফতরের রিপোর্ট চাইল দিল্লি।

● বিজেপির কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে। রাত থেকেই তৃণমূলের বাইক বাহিনী হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি প্রার্থী। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে বলে দাবি করে তৃণমূল প্রার্থী।

● মাথাভাঙার একটি বুথে কোনও দলের এজেন্টকেই ঢুকতে দিলেন না প্রিসাইডিং অফিসার। সেক্টর অফিসারের হস্তক্ষেপে বুথে ঢুকলেন এজেন্টরা।আবার কোথাও পুড়ল কার্যালয়.। সবমিলিয়ে লোকসভার লড়াইয়ের পয়লা পর্যায়ে বাংলায় অশান্তির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠল কোচবিহার।

কোথায় আক্রান্ত বিজেপি

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন ও ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে একতরফা ভাবে বিজেপি দাপট দেখালেও, শুক্রবার প্রথম দফার লোকসভা ভোটে, কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় হামলার মুখে পড়তে হল তাদেরই নেতা-কর্মীদের। আবার বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করল তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি আঙুল তোলেন কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে। ইলেকশন কমিশনের আশ্বাসে এই প্রথম একটা নির্বাচন আমি দেখলাম, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে। বলেন, 'আমার এই বয়সে আমি জীবনে কখনও এই চিত্র দেখিনি। তারপরেও যদি কোনও একটা দলের রাজনৈতিক দলের ব্লক সভাপতির মতো একজন নেতা আক্রান্ত হয়, তাকে রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তার জন্য দায় কার?'

রাতে বিজেপির বুথ সভাপতি লব সরকার যখন নিজের বুথে যান, সেই সময় রাস্তায় তাঁকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় তৃণমূলের লোকজন। হাসপাতালে ভর্তি আছেন বিজেপি নেতা। তাঁকে দেখতে যান কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। আবার বিজেপির পোলিং এজেন্টকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে। সকালে বুথে যাওয়ার পথে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বুথে নিয়ে যায়।

বিজেপির বুথ সভাপতি শতদল সরকারের বাড়ির সামনে উদ্ধার হয় বোমা। বিজেপি নেতার দাবি, তাঁকে ভয় দেখাতে এই কাজ করেছে তৃণমূল।

এছাড়াও শীতলকুচিতে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হাঁসুয়ার কোপ পড়ে বিজেপি কর্মীর মাথায় ও হাতে।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী দিনে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাপনায় ভারতের প্রগতিশীল ভাবনা সংক্রান্ত একটি সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : দেশে ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কার আনতে ঔপনিবেশিক সময়কালের আইনগুলিকে প্রত্যাহার করে নাগরিক-কেন্দ্রিক আইন কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা দেশের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের চাহিদা পূরণ করবে। আগামী পয়লা জুলাই থেকে ফৌজদারি বিধির পুরনো আইনগুলিকে বাতিল করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩; ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩ কার্যকর করা হবে। যে আইনগুলিকে বাতিল করা হবে, সেগুলি হ'ল -ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৮৬০, দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩ এবং দ্য ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২। আইন ও বিচার মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী দিনে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাপনায় ভারতের প্রগতিশীল ভাবনার বিষয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে আইন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নতুন আইনগুলির বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে। এই সম্মেলন ২০ এপ্রিল নতুন দিল্লির জনপথে ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম

এরপর ৪ পাতায়

যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে এ বছর গরমকালে ৯,১১১টি ট্রিপের ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং বাড়তি ভিড় সামাল দিতে এ বছর গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত রেকর্ড সংখ্যক ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। এ বছর গরমকালে ৯,১১১টি ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর ট্রিপের সংখ্যা ছিল ৬,৩৬৯টি। এ বছর আরও ২,৭৪২টি অতিরিক্ত ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক যাত্রীর চাহিদা মেটাতেই ভারতীয় রেলের এই উদ্যোগ।

তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গনা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং দিল্লির বাসিন্দাদের গ্রীষ্মকালীন পর্যটনের সুবিধার্থে দেশ জুড়ে রেলের সমস্ত অঞ্চলে এই বাড়তি ট্রিপের চাপ সামাল দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রেল মন্ত্রক সূত্রে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার মধ্য রেলে ৪৮৮টি, পূর্ব রেলে ২৫৪টি, পূর্ব-মধ্য রেলে ১০০৩টি, উত্তর রেলে ৭৭৮টি, উত্তর-পশ্চিম রেলে ১,৬২৩টি, দক্ষিণ-মধ্য রেলে ১,০১২টি, পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলে ১,৮৭৮টি ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একসাথে বোল্লা মায়ের শরণাপন্ন বিপ্লব ও সুকান্ত

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী মন্দির গুলোর মধ্যে অন্যতম মন্দির মা বোল্লা রক্ষাকালী মাতার মন্দির। জেলায় লোকসভা ভোট প্রচারে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। কঠিন ব্যস্ততার মধ্যেই শুক্রবার এক অন্যরকম চিত্র ধরা পরল জেলায়। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রার্থী তথা বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সামান্য সময়ের ব্যবধানে হাজির হলেন মা বোল্লা কালীর মন্দিরে পুজো দিতে। সুকান্ত মজুমদার যখন মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে এলেন ঠিক সে সময় পুজো দিয়ে বেরোচ্ছেন বিপ্লব মিত্র। যদিও একে অপরের সাথে দেখা হয়নি বলেই জানিয়েছেন দুজনে। প্রতিদিন নিত্য পুজো হলেও মা বোল্লা কালীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবার বড় পুজো হয়ে থাকে,আর তাই এই দিনটিকে বেছে নিয়েছিলেন জেলার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীরা। তবে মন্দিরে কিছু সময়ে ব্যবধানে দুজনই আসবেন তা হয়তো কিছুটা হলেও কাকতালীয়।তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র মায়ের মন্দিরে পূজো দিয়ে বেরিয়ে বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের পুজোর ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "মায়ের কাছে সবাই আসতে পারে সবাই প্রার্থনা জানাতে পারে, মা সকলের।" শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১১টা৩০মিনিট নাগাদ তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র মা বোল্লা কালী মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। তিনি যখন মায়ের মূল মন্দিরে পুজো দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় বোল্লা মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে এসে উপস্থিত হন বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। এই বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "মায়ের কাছে সবাই আসতে পারে, মায়ের দেখানো পথে সবার চলা উচিত"। দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৬ শে এপ্রিল জেলা লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই হট সিট হয়ে উঠেছে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী তাদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ইতিমধ্যেই জেলায় জনসভা করে গেছেন। জেলার রেলের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ভোট ময়দানে প্রচারে ব্যস্ত সুকান্ত, অন্যদিকে রাজ্যের জনমুখী প্রকল্প এবং জেলার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শেষ লগ্নের ভোট প্রচারে বিপ্লব মিত্র।

আমি সেই সাপ যে,ছোট ছোট ইঁদুর খুঁজে বেড়াচ্ছি: মিঠুন

বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : বিজেপি প্রার্থী ড.সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে তপন হাইস্কুল মাঠে জনসভা করলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন নির্ধারিত সময় থেকে কিছুটা পরে সভাস্থলে এসে পৌঁছান মিঠুন। অভিনেতাকে কাছ থেকে দেখার জন্য ততক্ষণে মাঠ জন সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় অভিনেতা বলেন,"সুকান্ত বাবু সৎ মানুষ বলেই উনাকে বিজেপি প্রার্থী করেছেন।" এর পাশাপাশি নাম না করে শাসকদলেকে দুর্নীতির বিষয়ে কটাক্ষ করেন। যদিও এদিন অভিনেতা তার বক্তৃতায় খুব একটা রাজনৈতিক বাক্য ব্যবহার করেননি। একজন অভিনেতাকে একটু কাছ থেকে দেখার জন্য ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মিঠুন নিরাশ করেনি কাউকেই, সভা মঞ্চ থেকেই নিজের ছবি তুলতে বলেন দর্শকদের। একথা বলা মাত্রই সভা মঞ্চে চারিদিক থেকে মোবাইলের ক্যামেরার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন মিঠুন চক্রবর্তী। এর পরে নিজের সিনেমার সংলাপের কিছু রি-মেক সংলাপ দর্শকদের পরিবেশন করেন অভিনেতা। এই সংলাপ গুলো যে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে রি-মেক করেছেন তা অবশ্য জানাতে ভুলেননি তিনি। মিঠুন বলেন,.... "আমি সেই সাপ, যে ছোট ছোট ইঁদুর খুঁজে বেড়াচ্ছি" তপনের মিঠুন চক্রবর্তীর সভাকে কটাক্ষ করে জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাস ভাওয়াল বলেন," মিঠুন সব দল ঘুরে এখন বিজেপির পেইড ভলেন্টিয়ার। ওনার কথায় মানুষ প্রভাবিত হয় না। উনি এক সময়কার ভাল অভিনেতা, তাই মানুষ দেখতে এসেছিল"।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১০৭ সংখ্যা ২০ এপ্রিল, ২০২৪ শনিবার ০৭ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

নৌ সেনার পরবর্তী প্রধান নিযুক্ত হলেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী

নৌ সেনার পরবর্তী প্রধান হিসেবে ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠীকে (পিভিএসএম, এভিএসএম, এনএম) নিযুক্ত করল সরকার। বর্তমানে নৌ বাহিনীর উপ প্রধান হিসেবে কর্মরত ভাইস অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী নৌ সেনার শীর্ষ পদে দায়িত্ব নেবেন ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে। ওই দিন বর্তমান নৌ সেনা প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার (পিভিএসএম, এভিএসএম, ভিএসএম) অবসর নেবেন।

ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠীর জন্ম ১৫ মে, ১৯৬৪ তারিখে। ১৯৮৫-র ১ জুলাই, তিনি ভারতীয় নৌ সেনার কার্যনির্বাহী শাখায় যোগ দেন। যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন সমরশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এই আধিকারিক প্রায় ৩৯ বছর ধরে ভারতীয় নৌ বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ নানা দায়িত্ব সামলে চলেছেন। উপ নৌ সেনা প্রধান হওয়ার আগে তিনি ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ।

ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী নৌ সেনার জাহাজ বিনাশ, কিরীচ এবং ত্রিশুলের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ বহরের ফ্লিট অপারেশনস অফিসার, নেভাল অপারেশনসের ডিরেক্টর, নতুন দিল্লির নেভাল প্ল্যানসের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি।

রিয়ার অ্যাডমিরাল হিসেবে তিনি নৌ বাহিনীর (নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ)-এর উপ প্রধান এবং পূর্বাঞ্চলীয় বহরের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং হিসেবে কাজ করেছেন। ভাইস অ্যাডমিরাল হিসেবে তিনি এঝিমালার ভারতীয় নৌ অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশনস এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ কম্যান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ এর দায়িত্ব সামলেছেন। রেওয়া-র সৈনিক স্কুল এবং খাদাকভাসলার ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ, কারাঞ্জা-র নেভাল হায়ার কম্যান্ড কোর্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস নেভাল ওয়ার কলেজেও পাঠ নিয়েছেন।

৩ পাতার পর

আইন ও বিচার মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী দিনে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাপনায় ভারতের প্রগতিশীল ভাবনা সংক্রান্ত একটি সম্মেলন

মেঘওয়াল, অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরমনি, সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা সহ বিশিষ্ট জনেরা এখানে উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে মতবিনিময় করা হবে। এখানে বিভিন্ন আদালতের বিচারপতি, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিরা, পুলিশ আধিকারিক, জেলাস্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক এবং আইনের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনটি ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবহিত করা হবে। এছাড়াও, তিনটি পৃথক অধিবেশন এবং সমাপ্তি অধিবেশনেও আইনগুলি নিয়ে মতবিনিময় করা হবে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা।

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।

তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি।।

মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।

তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি।।

আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী।'---- ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যখন রাম মন্দির নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলছে আমি তখন সবে সাংবাদিকতা শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ে,রাম মন্দির সম্পর্কে জানার আমার মনের ইচ্ছা জেগে উঠলো আর সেই সময় আমি পৌছালাম অযোধ্যা।আমার জায়ার আগে থেকেই হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে ১৯৯২ সাল থেকে, যখন এক দল হিন্দু জনতা বাবরি মসজিদ নামে ষোড়শ শতকের একটি মুসলিম ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদ-বিরোধীরা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, হানাদাররা একটি মন্দির ধ্বংস করে তার ধংসস্তূপের উপর এই মসজিদটি খাড়া করেছিল। ১৯৯২ সালে এই মসজিদটির ধ্বংসসাধন দেশ জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন। সেই থেকেই হিন্দুদের তরফে মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রামজন্মভূমি মন্দির বানানোর দাবি উঠতে থাকে আর মুসলিমরা বাবরি মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি জানায় ।তবে এই জমিটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং উত্তেজনা আরও অনেক আগে থেকেই ছিল, বস্তুত কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিতর্কিত জমিটি ঘিরে সাম্প্রদায়িক গোলমালের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৮৫৩ সালের, যখন অবধ-এর শাসক ছিলেন শাহ।তবে আমি রাম মন্দির দেকে নিজেকে যতোটুকু দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমার লেখায় প্রকাশ পাবে।

হিন্দু তীর্থস্থান বানারস থেকে ১৯০ কি.মি. দূরে অযোধ্যা। লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৫ কি.মি। বানারস থেকে বাসে অযোধ্যা পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কলকাতার হাওড়া থেকে রাতের দুন এক্সপ্রেস সকালে পৌঁছে বানারসে। সেই ট্রেনই অযোধ্যা পৌঁছে দেয়। অযোধ্যায় যদি কেউ রাত কাটাতে চান তাহলে উত্তর প্রদেশ পর্যটন বিভাগের বাংলোতে ওঠাই ভালো। এটি অযোধ্যা স্টেশন রোডে অবস্থিত। অযোধ্যা শহরে কখনও একা যাওয়া ঠিক নয়, এক সঙ্গে দু'জন কিংবা আরও বেশি যাওয়াই নিরাপদ। একা পেয়ে সন্ন্যাসী ও সাধুরা কখন যে কোন বিপদে ফেলে দেবে তা বলা মুশকিল। আমার কাজে দুই হাজার আট কি নয় সালে পৌছালাম ফৈজাবাদ। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম। ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার।পরদিন সকালেই ছুটলাম অযোধ্যা দেখতে। সাধারণ মানুষের কথায় জানলাম, ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম এই অযোধ্যা নগরীতেই।এই নগর নির্মাণ করেছিলেন দেবতারা। সূর্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। মিনিবাস চালক আমাকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছে। নির্জন স্টেশন। গৃহস্থ মানুষ চোখে পড়েনি একজনও, শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। স্টেশনের কাছেই প্রাচীন একটি মন্দির। বেশকিছু হনুমানও দেখলাম। একজন এসে বললো, জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখবেন, হনুমান ও বানরের উৎপাত রয়েছে। স্টেশন থেকে অযোধ্যা শহরে যাবার জন্য রয়েছে অটোরিকশা ও টাঙা। হেঁটেও যাওয়া যায়। এই অযোধ্যায় স্টেশনের কাছেই নির্জন পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে উত্তর প্রদেশ পর্যটনের পর্যটন আবাসন এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুম। খাবারের জন্য প্রচুর হোটেল থাকলেও এ শহরে মাছ-মাংস একদম চলে না। পেঁয়াজ ছাড়া সবজি রান্না হয়।শহরে সাধারণ বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু আছে সবই মন্দির ও আখড়া। এ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৮ হাজার। মন্দির দেখতে দেখতে মনে হলো, এ যেন মন্দিরের শহর। গাইডের মুখে শুনলাম, শুধু হিন্দুদের মন্দিরই নয়, আছে জৈন এবং বৌদ্ধদের মন্দিরও। বেশ কিছু মসজিদ থাকলেও দেখে মনে হয়, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জৈনদের ২৬ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে পাঁচজন এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম আদিনাথ। বুদ্ধদেব এই অযোধ্যায় ১৫টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাকাণ্ডে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এই অযোধ্যায়। যা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এখানে দেখা সবকিছু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শাসক-বিরোধী সব পক্ষই মন্দির রাজনীতিতে মেতে উঠেছে

পুরী: নিউজ সারাদিন : এবারের লোকসভা নির্বাচনে ফোকাসে মন্দির রাজনীতি। শাসক-বিরোধী সব পক্ষই মন্দির রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। আর সেই মন্দির রাজনীতির ময়দানে অন্যতম মুখ্য তীর্থ, জগন্নাথধাম পুরী। তবে যে স্থানের ধর্মীয় বীজ মানুষের শেকড়ে, সেখানে নতুন করে মানুষকে ধর্মের রাজনীতি বোঝানো কঠিন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ২০২৪ হতে চলেছে দুই ভূমিপুত্রের লড়াই। নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল পিনাকী মিশ্রর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেগুলি ফ্যাক্টর হবে না বলেই মনে করছেন শ্রীক্ষেত্রের মানুষ। আবার একাংশের দাবি, অরূপ পট্টনায়েকের চেয়ে 'ঘরের ছেলে' সম্বিত পাত্র অনেক বেশি পরিচিত মুখ। গতবারের নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দিয়েছিলেন তিনি। খুব বেশি ভোটেও হারেননি। দুই দলই জনসংযোগ চালাচ্ছে জোরকদমে। সম্বিত পাত্র, রোজ চায় পে চর্চা থেকে জনসংযোগ করছেন। সেই তুলনায় অরূপ পট্টনায়েক রাজনীতির ময়দানে নিউকামার। গ্রাউন্ড রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্বিত পাত্র এগিয়ে আছেন এই নির্বাচনে। কিন্তু সেই জয়ে একমাত্র বাধা নবীন পট্টনায়েক। ওই শাঁখ চিহ্নকে ওড়িশার মানুষ অন্ধের মতো ভরসা করে। এছাড়াও নবীন পট্টনায়েক সরকার পুরী শহরের ভোল বদলে দিয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজ্য সরকার যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেটা মানুষ চট করে ভুলবে না। এছাড়াও ওড়িশা সরকারের তৈরি সদ্য উদ্বোধন হওয়া পুরীর মন্দিরে প্রদক্ষিণ প্রকল্প অবশ্যই অরূপ পট্টনায়েকের পক্ষে যাবে। যে-ই জিতুন, 'জগন্নাথ' কার্ডেই পুরী দখল করবেন।তবে শেষ হাসি হাসবে কে, জানা যাবে ৪ তারিখ।

পুরীর রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই ঘোরাফেরা করে পুরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে। কারণ এই কেন্দ্রের ৯৬% শতাংশ মানুষ হিন্দু। তবে ভারতের বিরল কেন্দ্রগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ হিন্দুত্বের কার্ড এখানে জনসাধারণ গ্রহণ করেন না বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করে। অতীত নির্বাচনী ফলাফলই এর প্রমাণ।

অতীত ফলাফল:

২০১৯ লোকসভা ভোটে পুরী কেন্দ্রে ১১,৭১৪ ভোটে বিজেপির সম্বিত পাত্রকে হারিয়েছিলেন বিজু জনতা দলের পিনাকী মিশ্র । তার আগে ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিজেডি এই আসনে জিতেছে।প্রার্থী পরিচয়:

এবারের লোকসভায় বিজেপি ফের তাদের মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের উপরই ভরসা রেখেছে। তবে এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করেছে ওড়িশার শাসকদল। পুরী কেন্দ্রে বিজেডির প্রার্থী অরূপ পট্টনায়েক। মুম্বই পুলিশ কমিশনার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন অরূপ।

দেড়শ বছর পর আবারও ভয়াবহ অগ্নুৎপাত দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট রুয়াং আগ্নেয়গিরিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেগে উঠল আগ্নেয়গিরি। প্রায় দেড়শ বছর পর আবারও ভয়াবহ অগ্নুৎপাত দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট রুয়াং আগ্নেয়গিরিতে। সেখানে বিস্ফোরণের ফলে লাভা স্রোত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন এলাকায়। বুধবার ৪ বার বিস্ফোরণ হয় আগ্নেয়গিরিতে। এরপর বৃহস্পতিবার আরও ৫ বার বিস্ফোরণ ঘটে ।উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৮ সালে জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে অবস্থিত মাউন্ট আনাক ক্রাকাতোয়ায় ভয়াবহ অগ্নুৎপাত হয়েছিল। যার ফলে আগ্নেয়গিরির একটি বিশাল অংশ সমুদ্রের তলদেশে ডুবে যায়। এরফলে ভয়াবহ সুনামি হয়েছিল। তাতে মৃত্যু হয়েছিল ৪০০ জনেরও বেশি মানুষের। এছাড়াও, হাজার হাজার আহত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, মাউন্ট রুয়াং আগ্নেয়গিরিতে ১৮৭১ সালে এরকমই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই সময় অগ্নুৎপাতের ফলে ভয়ঙ্কর সুনামি হয়েছিল। তবে বিজ্ঞানীদের উদ্বেগ, এদিনের বিস্ফোরণের ফলে আগ্নেয়গিরিটি সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে।প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছে বহু দূর থেকে। প্রায় ১৯ কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত উঠে গিয়েছে আগ্নেয়গিরির থেকে নির্গত কালো ছাই। উত্তর সুলাওয়েসি প্রদেশে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাতের বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি যে দেশটিতে সুনামির সর্তকতা জারি করেছে প্রশাসন। তারপরেই সংলগ্ন এলাকার ১১০০০ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের ফলে কাছাকাছি অবস্থিত বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুলাওয়েসি দ্বীপের মানাডো শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।তাগুলানডাং দ্বীপে প্রায় ২০,০০০ লোক বাস করে। তবে, অগ্নুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী এলাকা থেকে ১১,০০০ বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।আধিকারিকরা জানান, অগ্নুৎপাতের পরেই কিছু বাসিন্দা আতঙ্কে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু, আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণের ফলে ছোট পাথর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সেই কারণে তাঁদের উদ্ধারকার্যে নেমে পড়ে উদ্ধারকারী দল। নৌকার সাহায্যে আগ্নেয়গিরির কাছে উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। এদিকে, অগ্নুৎপাতের কারণে পর্যটক এবং বাসিন্দাদের ৬ কিলোমিটার দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে অগ্নুৎপাত শুরু হয় মাউন্ট রিয়াংয়ে। তারপরেই ৮০০ জনকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বুধবার ৪ বার বিস্ফোরণ ঘটে।গতকাল আরও ৫ বার বিস্ফোরণ ঘটে । এই অবস্থায় সুনামির সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

সিনেমার খবর

কান্না থামছেই না পরিণীতির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় এক দশক আগে 'লেডিস ভার্সেস রিকি বাহল' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল পরিণীতি চোপড়ার। ক্যারিয়ারের এই সময়ে লম্বা একাধিক সিনেমায় অভিনয় করলেও তার কোনো সিনেমাই বক্সঅফিসে তেমন ব্যবসা করতে পারছিল না। এতে হতাশায় পড়ে গিয়েছিলেন পরিণীতি।

তবে সম্প্রতি পরিণীতি ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে। আর এতেই কান্না থামছে না অভিনেত্রীর। গত ১২ এপ্রিল ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে পরিণীতি অভিনিতে সিনেমা 'চমকিলা'। সিনেমাটি মুক্তি পেতেই যেন ঘুরে গেল অভিনেত্রীর ভাগ্যের চাকা।

পঞ্জাবি গায়ক 'অমর সিংহ চমকিলা'র জীবনীর ওপর নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। এর মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। অন্যদিকে সিনেমায় গায়কের স্ত্রী অমরজোৎ কউরের চরিত্রে দেখা গেছে পরিণীতিকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, ২০১২ সালে যশরাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'ইশকজাদে'। ওই সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান পরিণীতি। নবাগত অর্জুন কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। তবে সিনেমাটি বক্সঅফিসে ভালো ব্যবসা করতে না পারলেও একাধিক পুরস্কার জিতে নিয়ে আলোচনায় চলে আসেন পরিণীতি।

এরপর 'শুদ্ধ দেশি রোম্যান্স', 'হাসে তো ফাঁসে'র মতো রোম্যান্টিক ঘরানার সিনেমায় দেখা গেছে পরিণীতিকে। অভিনেত্রীর এই সিনেমা দুটি ভালো ব্যবসা করলেও ২০১৪ সাল থেকে তার ক্যারিয়ারের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে শুরু করে।

পর পর বেশ কয়েকটি সিনেমা ব্যর্থ হওয়ায় রীতিমতো মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন পরিণীতি। শুধু অভিনয় নয়, গানেও বেশ পারদর্শী তিনি। তাই অভিনয়ের পাশাপাশি গানকেও পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও নেটিজেনদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাকে।

মূলত আশির দশকে পঞ্জাবের জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন অমর সিংহ ওরফে চমকিলা। মাত্র ২৭ বছর বয়সে ভরা আসরে আততায়ীদের হাতে খুন হন তিনি ও তার স্ত্রী। এমনই এক চরিত্রকে নিয়ে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি।

আর সেই সিনেমায় গায়কের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন পরিণীতি। সমালোচক থেকে দর্শক, সবার প্রশংসায় ভাসছেন এই অভিনেত্রী। তবে অনেকেরই ধারণা এই সিনেমার মাধ্যমেই যেন প্রত্যাবর্তন হলো পরিণীতির।

এদিকে সমালোচকদের উদ্দেশে পরিণীতি জানান, তিনি ফিরে এসেছেন। আর কোথাও যাচ্ছেন না। গান গাওয়ার সুযোগ আছে বলেই এই সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। সবার প্রশংসা ও রিভিউ পেয়ে তিনি আপ্লুত। বলা যায়, কান্না থামছেই না তার। অবশ্যই সেটা খুশির অশ্রু।

যে কারণে নিজেকে 'অযোগ্য' বললেন প্রসেনজিৎ

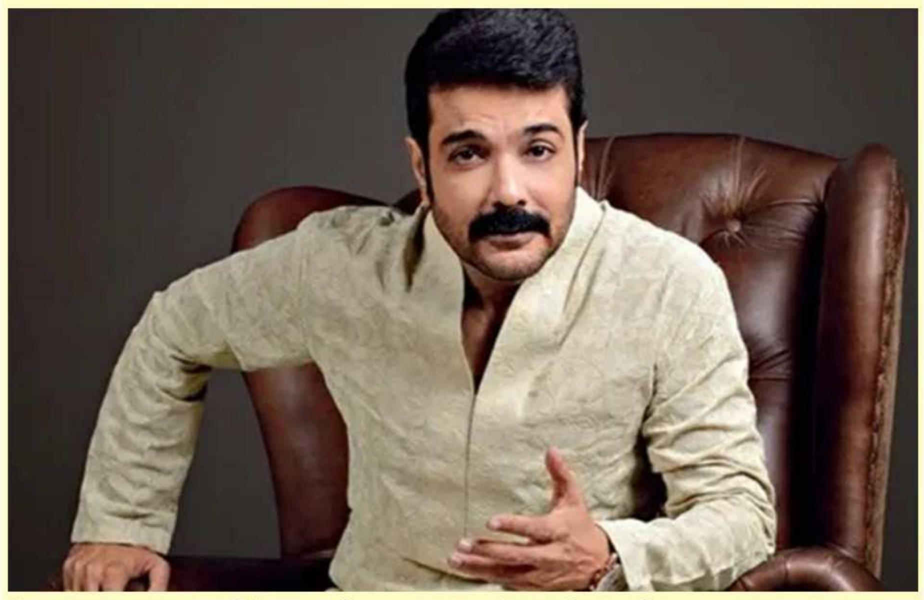

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলার দর্শকনন্দিত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শুধু ওপার বাংলাতেই নয় এপার বাংলায়ও তার ভক্তের সংখ্যা কম নয়। দর্শকপ্রিয় এই অভিনেতা হুট করেই নিজেকে ওঅযোগ্যৃ বলে বসলেন! কিন্তু কেন?

আসলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবির নাম 'অযোগ্য'। সিনেমার ইতিহাসে হয়তো এটাই প্রথম। যেখানে টালিউডের দুই সুপারস্টার তাদের ৫০তম ছবিতে জুটি বাঁধছেন। হ্যাঁ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। যাদের একফ্রেমে আনতে পরিচালকরা সবসময় প্রস্তুত। যাদের একফ্রেমে দেখার জন্য হইচই পড়ে যায় ভক্তদের মধ্যে। সেই জুটিই ফের একসঙ্গে, তাদের ৫০তম ছবিতে। আর এই ম্যাজিক তৈরি করলেন টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়।

গতবছরই এই সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তবে নববর্ষে মুক্তির দিনক্ষণ জানা গেল। চলতি বছরের ৭ জুন এই ছবি আসছে প্রেক্ষাগৃহে। নতুন পোস্টারে ভেসে উঠল ঝাপসা প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার মুখ।

প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটি মানেই বক্স অফিস বাম্পার। উত্তম-সুচিত্রা জুটির পরই বাংলা সিনেমার দর্শকদের মনে তাদের স্থান। এবার পঞ্চাশতম সিনেমার পালা।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির সফর শুরু হয়। প্রথম ছবিই ছিল সুপারহিট। তারপর একে একে 'মায়ার বাঁধন', 'বাবা কেন চাকর', 'স্বামীর ঘর', 'মনের মানুষ'-এর মতো সিনেমার দর্শকদের উপহার দিয়েছেন দুজনে। তবে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' সিনেমার মুক্তির পর বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেননি ঋতুপর্ণা আর প্রসেনজিৎ। কিন্তু দুজনের জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। তার প্রমাণ ছিল নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'প্রাক্তন'। ২০১৬ সালে মুক্তি পায় 'প্রাক্তন'। আবারও সুপারহিট প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির অনস্ক্রিন রসায়ন।

এই জুটিকে নিয়েই আবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন 'দৃষ্টিকোণ'। আলাদা গল্প, আলাদা চরিত্র। কিন্তু প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির ম্যাজিক ছিল অক্ষুণ্ণ। তাতে আবার বাড়তি পাওনা ছিল কৌশিকের পরিচালনা। এই তিন মূর্তিই এবার দর্শকের দরবারে নতুন গল্প নিয়ে আসছেন।

সালমানের বাড়িতে গুলি ছোড়ার পরিকল্পনা হয় যুক্তরাষ্ট্রে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড ভাইজান' খ্যাত সালমান খানের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। জানা গেছে, এই হামলার ছক কষা হয়েছিল সুদূর আমেরিকায় বসে। ঘটনার তদন্তে নেমে এমনটাই জানতে পেরেছে মুম্বাই পুলিশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সালমানের বাড়ির দিকে গুলি ছোড়া দুই অজ্ঞাত আর কেউ নন, তারা ভারতের গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইর লোক। গ্যাংস্টার লরেন্স সালমানের বাড়ির সামনে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর শুধু দায়ই স্বীকার করেননি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে পোস্ট করে আবারও হত্যার হুমকি দিয়েছেন সালমানকে।

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, লরেন্স বিষ্ণোইর (বিষ্ণোই গ্যাংয়ের লিডার) ভাই আনমোল বিষ্ণোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক গ্যাংস্টার রোহিত গোদারার কাছে শুটার বাছাইয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গোদারার পেশাদার শুটারদের নেটওয়ার্ক পুরো ভারতজুড়ে। গোদারা এ হামলার পুরো দায়িত্ব দেন শুটার বিশালকে।

বিশাল গুরুগ্রামের বাসিন্দা। জেল খাটা আসামি। ২০২০ সালে প্রথমবার পুলিশের খপ্পড়ে পড়েন তিনি। মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে তিহাড়ে বন্দী ছিলেন বিশাল। তিনি বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য। পাশপাশি, রোহিত গোধরা গ্যাংয়ের সঙ্গেও কাজ করছেন। গত বছর গুরুগ্রামে দুই খুনের অভিযোগে নাম জড়ায় তার। এবার সালমানের বাড়িতে গুলি চালিয়ে রাতারাতি আলোচনায় এলেন এই ব্যক্তি।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হুমকির চিঠি দিয়ে ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বিষ্ণোই গ্যাং। এই গ্যাংয়ের লিডার লরেন্স বিষ্ণোই এর আগেও সালমানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। এই মুহূর্তে কারাগারে আছেন গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। তার হয়েই এবার সামাজিকমাধ্যমে হুমকি দিলেন তারই ভাই আনমোল বিষ্ণোই।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে কৃষ্ণসার হরিণ শিকারকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে সালমানের নাম। এরপর থেকেই 'বদলা নিতে' সালমানকে লাগাতার খুনের হুমকি দিয়ে চলেছে লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠী। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জেলবন্দি গ্যাংস্টার বিষ্ণোই হত্যার যে ১০ জনের তালিকা করেছেন তার সবার প্রথমে রয়েছে সালমান খানের নাম। আর তাই কয়েক মাসের ব্যবধানেই অভিনেতাকে হত্যার আগে ভয় দেখানোর কাজটি চালু রেখেছে দুর্বৃত্তরা।

আদিত্য চোপড়াকে বিয়ে করার কারণ জানালেন রানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দি সিনেমার একটা সময়ের দাপুটে অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। ২০১৪ যখন বিয়ে করেন তখনও তার ক্যারিয়ার মধ্যগগনে। বিয়ে করেন যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়াকে।

প্রায় দশ বছরের দাম্পত্য জীবন রানি ও আদিত্য চোপড়ার। কিন্তু কখনই নিজের বিয়ে বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সে ভাবে মুখ খোলেননি রানি। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আদিত্যকে বিয়ে করার নেপথ্যের কারণ জানালেন অভিনেত্রী।

রানির বিয়ের ছবি এখনও অধরা অনুরাগীদের কাছে। সেই ছবি কি কোনও দিন দেখতে পাবেন ভক্তরা? হাসিমুখে রানির উত্তর, হয়তো কোনও দিন... কী জানি! তবে এত বছর পর স্বামী আদিত্য চোপড়াকে নিয়ে রানি বলেন, ও খুব ভালো মানুষ। যেটা আমি আদির মধ্যে দেখি, সেটা ও যেমন দুর্দান্ত মানুষ, তেমনই ভালো ওর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। 'আদি খুব স্বচ্ছ মানুষ। ওর নীতিবোধ অসম্ভব সজাগ। আমি এত বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি। যদিও এই ইন্ডাস্ট্রির কাউকে বিয়ে করতেই হতো, তা হলে আদি ছাড়া অন্য কেউ নয়।'

কোপা আমেরিকায়
আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য স্কোয়াড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : প্রায় দুই মাস বাকি কোপা আমেরিকার। জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মাঠে গড়াতে পারে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই আসর। যদিও চলতি বছর এতে আসছে বেশ বড় পরিবর্তন। শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা কেন্দ্রিক না করে কনকাকাফ বা উত্তর আমেরিকার দলগুলোকেও যুক্ত করছে কোপা আমেরিকার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। ১৬ দলের এই আসরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ফুটবল বিশ্বের নাম্বার ওয়ান দলের জন্য টুর্নামেন্টের ব্যস্ততা শুরু হবে প্রথম দিন থেকেই। উদ্বোধনী ম্যাচেই কানাডার বিপক্ষে খেলতে নামতে হবে লিওনেল মেসিদেরকে। তবে টুর্নামেন্টের বেশ অনেকটা সময় বাকি থাকলেও এখন থেকেই আসরে কাদের নিয়ে হাজির হবে আর্জেন্টিনা, সেই হিসেব শুরু হয়ে গিয়েছে। আর্জেন্টিনার ফুটবলের বিশ্বস্ত সূত্র গ্যাস্টন এদুলের বরাত দিয়ে মুন্ডো আলবিসেলেস্তে প্রকাশ করেছে ২৩ জনের সম্ভাব্য স্কোয়াড। এদুলের ভাষ্য অনুযায়ী, তিন গোলরক্ষকের মধ্যে দুজনের নাম এরইমধ্যে চূড়ান্ত। এমিলিয়ানো মার্টিনেজ এবং ফ্রাংকো আরমানি থাকছেন এটা প্রায় নিশ্চিত। তৃতীয় গোলরক্ষকের বিবেচনায় আছেন ওয়াল্টার বেনিতেজ ও জিরোনিমো রুল্লি। এদের মধ্যে বেনিতেজকেই আপাতদৃষ্টিতে পছন্দ কোচ স্কালোনির। ডিফেন্ডারদের মধ্যে অনেকের জায়গাই পাকা হিসেবে দেখছেন এদুল। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্ডি, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, জের্মান পাজ্জেলা, নিকোলাস টালিয়াফিগো এবং নাহুয়েল মলিনাকে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন স্কালোনি এটা প্রায় নিশ্চিত। শেষ একটা স্পটের জন্য লড়াই হবে তিনজনের মধ্যে। গঞ্জালো মন্তিয়েল, মার্কোস আকুনা আর নেহুয়েন পেরেজ থেকে একজন যাবেন কোপা আমেরিকায়। মিডফিল্ডারের মধ্যে এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো ডি পল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস আর জিওভান্নি লো সেলসো পাচ্ছেন কোপা আমেরিকার টিকিট। দুই মিডফিল্ডার সম্প্রতি ইনজুরির কবলে পড়েছেন। গেদো রদ্রিগেজ এবং এজাকুয়েল পালাসিওস ইনজুরি আক্রান্ত। তাদের মধ্যে একজন বা নতুন কাউকে দেখা যেতে পারে স্কোয়াডে। ফরোয়ার্ড লাইনে লিওনেল মেসি এবং আনহেল ডি মারিয়ার জায়গা নিশ্চিতুএমনটা জানিয়েছিলেন কোচ স্কালোনি নিজেই। এদের বাইরে লাউতারো মার্টিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজ, পাওলো দিবালা এবং নিকোলাস গঞ্জালেস থাকছেন তা বলা যায়। শেষ স্পটের জন্য লড়বেন আলেহান্দ্রো গার্নাচো ও ফাকুন্দো বুয়োনান্তে।

পান্ডিয়ার গুণগান শোনার অপেক্ষায় পোলার্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : টানা দুই মৌসুমে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দুর্দান্ত নেতৃত্বের কারণে প্রশংসার বন্যায় ভাসছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। যে কারণে তাকে দলে নেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। এমনকি আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিকের হাতে তুলে দেয় নেতৃত্বের ভারও। কিন্তু হার্দিকের সেই নেতৃত্ব-জাদু যেন উধাও হয়ে গেছে এ মৌসুমে। তিনি নিজেও ফর্মের সঙ্গে লড়াই করছেন। গ্যালারি থেকে নিয়মিত তার উদ্দেশে ছুটে আসছে ধুয়ো ধ্বনি।

২০২৪ আইপিএলে এখন পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে মুম্বাই। ৬ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জয় পেয়েছে তারা। বিধ্বংসী অলরাউন্ডার হার্দিক নিজেও ব্যাটিংয়ের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছেন। ৬ ম্যাচে মাত্র ১৩১ রান করেছেন তিনি। বোলিংয়ে তার অবস্থা আরও খারাপ। এখন পর্যন্ত মাত্র ৩ উইকেট নিতে পেরেছেন তিনি। নেতৃত্বে তার দুর্বলতাও প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

সবশেষ চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হার্দিকের টানা তিন বলে মহেন্দ্র সিং ধোনি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। যে কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন হার্দিক। এমনকি হার্দিককে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠছে জোরেশোরেই। কিন্তু এতকিছুর পরেও হার্দিকের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ ও সাবেক অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ড। তিনি জানান, সবার মুখে হার্দিকের গুণগান শুনতে তর সইছে না তার।

গতকাল চেন্নাইয়ের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হারের পর পোলার্ড বলেন, আমি জানি না এটা (সমালোচনা) তার আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলবে কি না। সে আত্মবিশ্বাসী লোক। ক্রিকেটে ভালো এবং খারাপ দুইরকমের দিন আসে এবং আমি এমন একজনকে দেখছি যে কঠিন পরিশ্রম করছে নিজের দক্ষতাকে উন্নত করার জন্য। আমি জানি, সে যখন সেরা ফর্মে ফিরবে, আমি তখন বসে বসে সবার মুখে তার গুণগান শুনবো।

আবারও আইপিএলের ইতিহাসে
সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লো হায়দরাবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের ইতিহাসে আবারও সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লো সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এর আগে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ২৭৭ রান করে আইপিএলে দলীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ গড়েছিল ছিল হায়দরাবাদ। এতে ভেঙেছিল ১১ বছর ধরে টিকে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রেকর্ড। এবার ১৯ দিনের ব্যবধানে নিজেদের রেকর্ডই ভেঙে আরও উচ্চতায় হায়দরাবাদ। সোমবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নির্ধারিত ওভার শেষে ৩ উইকেটে ট্রাভিস হেডের ঝড়ো সেঞ্চুরিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) বিপক্ষে ২৮৭ রানের পাহাড় গড়ে হায়দরাবাদ। ফলে জয়ের জন্য বেঙ্গালুরুরকে করতে হবে রেকর্ড ২৮৮ রান।

এর আগে চলতি আইপিএলে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ২৭৭ রানের পাহাড় গড়ে হায়দরাবাদ। এটিই ছিল আইপিএলের ইতিহাসে কোনো দলের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। আজ হায়দরাবাদের এই বিশাল রানের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান দলটির অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ট্রাভিস হেডের। অভিষেক শর্মাকে সঙ্গে করে ১০৮ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন তিনি।

অভিষেক ৩৪ রানে ফিরে গেলেও তাণ্ডব চালাতেই থাকেন হেড। মাত্র ৩৯ বলে স্পর্শ করেন সেঞ্চুরি। যা আইপিএল ইতিহাসে চতুর্থ দ্রুততম। সেঞ্চুরির পর অবশ্য এই অজি ওপেনার মাত্র দুই বলই টেকেন। তবে বাকি ব্যাটারদের জন্য বিধ্বংসী শুরুর সুর বেঁধে দিয়েছেন। ৪১ বলে ৯ চার ও ৮ ছক্কায় ১০২ রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি।

হায়দরাবাদের ঝড় তখনো থামার নাম নেই। হেডের জায়গায় বসে বেঙ্গালুরুর বোলারদের কচুকাটা করতে থাকেন হাইনরিখ ক্লাসেন। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে সেদিন ভয়ানক রূপে থাকা এই প্রোটিয়া ব্যাটার আজও ছক্কার বৃষ্টি বইয়ে দেন। খেলেন ৩১ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস।

ক্লাসেন যখন আউট হন তখনো ইনিংস শেষ হতে তিন ওভার বাকি ছিল। সেই তিন ওভারে ৫৬ রান তোলেন এইডেন মারক্রাম ও আব্দুল সামাদ। ১৭ বলে ২ চার ও ২ ছক্কায় মারক্রাম ৩২ ও সামাদ ১০ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

সব মিলিয়ে এই ইনিংসে ২২টি ছক্কা মেরেছে হায়দরাবাদের ব্যাটার। যা টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড। এর আগে একই মাঠে পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ২১টি ছক্কা মেরেছিল বেঙ্গালুরু। হায়দরাবাদের ইনিংসটি টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। গত বছর এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩ উইকেটে ৩১৪ রান করে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের ইতিহাস গড়ে নেপাল।

তিনটি অ্যাওয়ে গোলে
পিএসজিকে হারিয়ে সেমির রাস্তা পরিষ্কার করল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে চলে আসার পর কাটালান ক্লাবটির হাল বেশ খারাপ হয়েছিল। ক্লাবের ইউএসপিও কমে গিয়েছিল অনেকটাই। এবার ঠিক একই অবস্থা হচ্ছে প্যারিসের লিগ জয়ী পি এস জি ক্লাবের। মেসি নেই। তিনি অনেক আগেই চলে গিয়েছেন আমেরিকার ইন্টার মিয়ামিতে। কিন্তু প্যারিসের ক্লাবে তারকা ফুটবলারের অভাব নেই। সামনের মরশুমে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে আসবেন কিলিয়ান এমবাপে।

কিন্তু বর্তমানে তিনি পিএসজিতেই আছেন। ওসমান ডেম্বেলে, অ্যাসেন্সিও সমৃদ্ধ সেই পিএসজি এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ২-৩ গোলে হেরে গেল বার্সেলোনার কাছে। তাও আবার নিজেদের হোম ম্যাচে।

রাফিনা, রবার্ট লেয়ওনডস্কিরা পিএসজির বিরুদ্ধে যে ফুটবল খেললেন তা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দর্শক মনে রাখবেন অনেক দিন। ম্যাচটা বেশ কঠিন ছিল।

শুরু থেকেই দুপক্ষের আক্রমণ প্রতি আক্রমণে জমে উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে এই ম্যাচটি। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে রাফিনার গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে ১-০ ফলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক শুরু করে পিএসজি। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ওসমান ডেম্বেলের গোলে সমতা ফেরায় প্যারিসের ক্লাবটি।

এরপর ম্যাচের ৫০ মিনিটে ভিতিনহা গোল করে এগিয়ে দেন পিএসজিকে। ৬২ মিনিটে রাফিনার গোলে সমতা ফেরায় বার্সা। দুর্দান্ত পিএসজিকে রুখে দিয়ে ৭৭ মিনিটে আন্দ্রেস ক্রিস্টেনশন বার্সেলোনাকে জয় এনে দিলেন। এই জয়ের সঙ্গে আওয়ে ম্যাচে তিন গোল দেওয়ার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার করে রাখল জাবির বার্সেলোনা।

বায়ার্ন রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে
জার্মানির চ্যাম্পিয়ন লেভারকুসেন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দুর্বার গতিতে ছুটে চলা শাবি আলোন্সোর বায়ার লেভারকুজেন প্রথমবারের মতো বুন্ডেসলিগার শিরোপার সুবাস নিয়েই মাঠে নেমেছিল। তাদের বিপক্ষে তেমন কোনো প্রতিরোধও গড়তে পারল না ভার্ডার ব্রেমন। আরেকটি দাপুটে জয় তুলে নিয়ে, রেকর্ডের পাতায় একের পর এক আচঁড় কেটে প্রাপ্তির চূড়ায় উঠল লেভারকুজেন। ঘরের মাঠ বে অ্যারেনায় রবিবার (১৪ এপ্রিল) রাতে ভার্ডার ব্রেমনকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লেভারকুজেন। হ্যাটট্রিকের আলো ছড়িয়েছেন ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ। বাকি দুই গোলদাতা ভিক্টর বোনিফেস ও গ্রানিত জাকা। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখে প্রথমবারের মতো জার্মানির শীর্ষ লিগের ট্রফিতে চুমু আঁকল দলটি। ২৯ ম্যাচে ২৫ জয় ও চার ড্রয়ে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাল আলোন্সোর দল। চলে গেল সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রায় ১২০ বছরের পুরোনো ক্লাবটি জার্মানির শীর্ষ লিগে পাঁচবার হয়েছিল রানার্সআপ। গত ১১ আসরের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের আধিপত্য গুঁড়িয়ে অবসান হল তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার। আগের ম্যাচে ইউরোপা লিগে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারিয়ে এক মৌসুমে টানা ৪২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছুঁয়েছিল লেভারকুজেন। এ ম্যাচে সে কীর্তি ছাপিয়ে গেল তারা। ২০১১-১২ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৪২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডটি প্রথম গড়েছিল ইতালিয়ান ক্লাব ইউভেন্তুস। বুন্ডেসলিগায় টানা ২৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডও এখন লেভারকুজেনের। কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার হাত ধরে ২০১৫-১৬ মৌসুমে টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার আগের রেকর্ডটি গড়েছিল বায়ার্ন। এমন অর্জনের হাতছানি নিয়ে খেলতে নামা লেভারকুজেন ২৫তম মিনিটে বোনিফেসের সফল স্পট কিকে যায় এগিয়ে। ব্যবধান বাড়াতে না পারলেও এগিয়ে থাকার স্বস্তি নিয়ে বিরতিতে যায় দলটি। বিরতির পর একের পর এক আক্রমণে গোল আদায় করে নিতে থাকে লেভারকুজেন। ৬০তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে গ্রানিত জাকা বাম পায়ের শটে জাল খুঁজে নিয়ে ব্যবধান করেন দ্বিগুণ। এর আট মিনিট পর ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ বক্সের বাইরে থেকে লক্ষ্যভেদ করলে লেভারকুজেনের জন্য জয় স্রেফ সময়ের ব্যাপার জয়ে দাঁড়ায়। এরপর ৮৩ ও ৯০ তম মিনিটে গোলে জার্মানির এই তরুণ ফরোয়ার্ড হ্যাটট্রিক পূরণের পাশাপাশি নিশ্চিত করে দেন দলের জয়। ২০১০-১১ মৌসুমে সবশেষ বুন্ডেসলিগা জয়ের খুব কাছাকাছি এসেছিল লেভারকুজেন। কিন্তু বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ৭ পয়েন্টের ব্যবধান ঘোচাতে না পেরে দ্বিতীয় হয়েই থামতে হয় তাদের। এবার শুরু থেকেই অদম্য লেভারকুজেন, নামগন্ধও নেই থামার। শিরোপা জয়ের পর এখন তাদের সামনে হাতছানি অপরাজিত থেকেই লিগ শেষ করার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থিম সং প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। আসর শুরুর ৫০ দিন বাকি থাকতে গতরাতে নিজেদের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

আসন্ন বিশ্বকাপের থিম সঙ্গটি মাইকেল ওতানে মন্তানোর প্রযোজনায় গেয়েছেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয়ী শন পল ও সকা সুপারস্টার কেস। শন পল হলেন জ্যামাইকান এবং কেস ও তানো ত্রিনিদাদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক দেশ হওয়ায় এ গানের জন্য তিন ক্যারিবিয়ানকে নির্বাচন করে আইসিসি। থিম সং দিলেও এখনও পুরো ভিডিও প্রকাশ করেনি আইসিসি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থিম সংটি নিয়ে শন পল বলেন, 'সব সময়ই আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অংশ ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং রেকর্ড করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি কেসের বড় ভক্ত ও এই গানে ক্যারিবিয়ান নাচের সাথে সংস্কৃতির চমৎকার মেল বন্ধন আছে। সেই সাথে আন্তর্জাতিক সংগীতের আবহ ও সকা সংগীত থাকছে। গানটি মানুষের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সংযোগ স্থাপনের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।'

২০ দলকে নিয়ে আগামী পহেলা জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ২৯ জুন হবে ফাইনাল। ইতোমধ্যে বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন এবং ক্ষণগণনার ১০০তম দিন থেকে টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে।

টি-২০ বিশ্বকাপে নেই শামি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-২০ বিশ্বকাপে মুহাম্মদ শামিকে পাচ্ছে না ভারত। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। কয়েকদিন আগেই শামির গোড়ালির অস্ত্রোপচার হয়েছে। মনে করা হয়েছিল শামিকে হয়ত টি-২০ বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে শামির যা শারীরিক অবস্থা, তাতে তিনি সুস্থ হলেও এখনই পুরো দমে ক্রিকেট খেলার মতো অবস্থায় থাকবেন না। কারণ তাঁর পুরোদমে মাঠে ফিরতে অন্তত চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগবে। তাই আইপিএলে তো তাঁকে পাওয়া যাবেই না। এবার বিসিসিআই ঠিক করেছে শামিকে টি-২০ বিশ্বকাপেও খেলানো হবে না।

টি-২০ বিশ্বকাপের পর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সেই টেস্ট সিরিজে শামিকে ভারতীয় দলে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। বোর্ড সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শামিকে নেওয়া হতে পারে।'

জয় শাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'শামির অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে। তা সফল। তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁকে পাওয়া যাবে। টি-২০ বিশ্বকাপে নয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR